সুন্দরবন সংরক্ষণে উদ্যোগ

- **বনের আয়তন অক্ষুন্ন:** বৃটিশ সরকার ১৮৭৫ সালে সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বন বিভাগের উপর ন্যস্ত করার পর থেকে বনের আয়তন আর হ্রাস পায়নি।
- **বন হতে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ:** সংরক্ষিত বনে বন বিভাগের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষিদ্ধ। ১৯৮৯ সন থেকে সুন্দরবন হতে কাঠ আহরণ এবং ২০০৭ সন থেকে জ্বালানী কাঠ আহরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। সুন্দরবন হতে শুধুমাত্র মৌসুমভিত্তিক অপ্রধান বনজদ্রব্য (মাছ, কাঁকড়া, মধু, গোলপাতা, ছন) সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে।
- **রক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও সম্প্রসারণ:** সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়, যার মোট আয়তন ১,৩৯,৭০০ হেক্টর (সমগ্র সুন্দরবনের ২৩.২১%)। ২০১৭ সনে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এলাকা ১,৩৯,৭০০ হেক্টর থেকে ৩,১৭,৯৫০ হেক্টরে (৫৩.৫২%) উন্নীত করা হয়। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এলাকা হতে সকল প্রকার বনজ সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ।
- **ডলফিন সংরক্ষণ:** ডলফিনসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ৬টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। ডলফিন সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবন সংলগ্ন ৭০ জন স্থানীয় জনগণকে নিয়ে ডলফিন কনজারভেশন টিম (DCT) গঠন করা হয়েছে।
- **বন্যপ্রাণী-মানুষের দ্বন্দ্ব হ্রাস:** বন্যপ্রাণী ও মানুষের দ্বন্দ্ব হ্রাসের জন্য বন্যপ্রাণী দ্বারা জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘ বা কুমিরের আক্রমণে কেউ মারা গেলে তার পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত হলে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করা হয়।
- **তথ্যপ্রদানকারীকে পুরস্কার:** বন্যপ্রাণী অপরাধ উদঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার বিধিমালা, ২০২০ এর আলোকে তথ্য প্রদান করে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ উদঘাটনে সহায়তাকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- **বন অপরাধ দমনে স্মার্ট পেট্রোলিং:** বন অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইবার ট্রাকারসহ আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সমগ্র সুন্দরবনে স্মার্ট (Spatial Monitoring and Reporting Tool) পেট্রোলিং চালু করা হয়েছে।

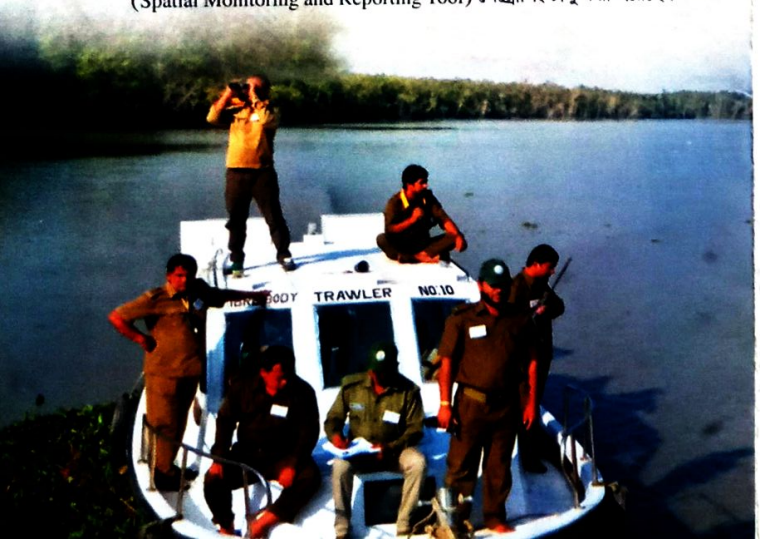

সুন্দরবনে বাঘ সংরক্ষণ:

- ✔ বাঘ সংরক্ষণের জন্য Bangladesh Tiger Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ✔ বাঘ-মানুষের দ্বন্দ্ব নিরসনে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৪৯টি ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম (VTRT) গঠন করা হয়েছে।
- ✔ বনাঞ্চল হতে লোকালয়ে বাঘ আসা প্রতিরোধে লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ নাইলনের ফেন্সিং তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ✔ বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের সুপেয় পানির জন্য পুকুর খনন, পুন:খনন এবং জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার জন্য উঁচু কিল্লা তৈরি করা হয়েছে।

- **বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও প্রজনন কেন্দ্র:** সুন্দরবনের করমজলে হরিণ, কুমির ও কচ্ছপের জন্য বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- **বনজদ্রব্য সংগ্রহ ও পর্যটনে মেয়াদকালীন নিষেধাজ্ঞা:** বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ ও প্রজননের উদ্দেশ্যে ২০২০ সাল হতে বন্যপ্রাণীর প্রধান প্রজননকাল জুন-জুলাই-আগস্ট মাসে সুন্দরবন হতে সকল ধরনের বনজদ্রব্য সংগ্রহ এবং পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- **সুন্দরবনের অভ্যন্তরে রাসমেলা বন্ধ:** সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে ২০২১ সাল হতে রাসমেলা বন্ধ করে শুধু পুণ্যার্থীদের জন্য পুণ্যস্নান ও রাস পূজার অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে।
- **মৎস্য সম্পদের উপর বিধি নিষেধ :** সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মাছ ধরার সময়, স্থান, জাল, মাছের আকার ও ওজনের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।
- **গবেষণা কার্যক্রম :** সুন্দরবনের উপর পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য ইকোলজিক্যাল মনিটরিং, জলজ সম্পদের পরিমাণ নির্ণয়সহ বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত সংরক্ষণ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

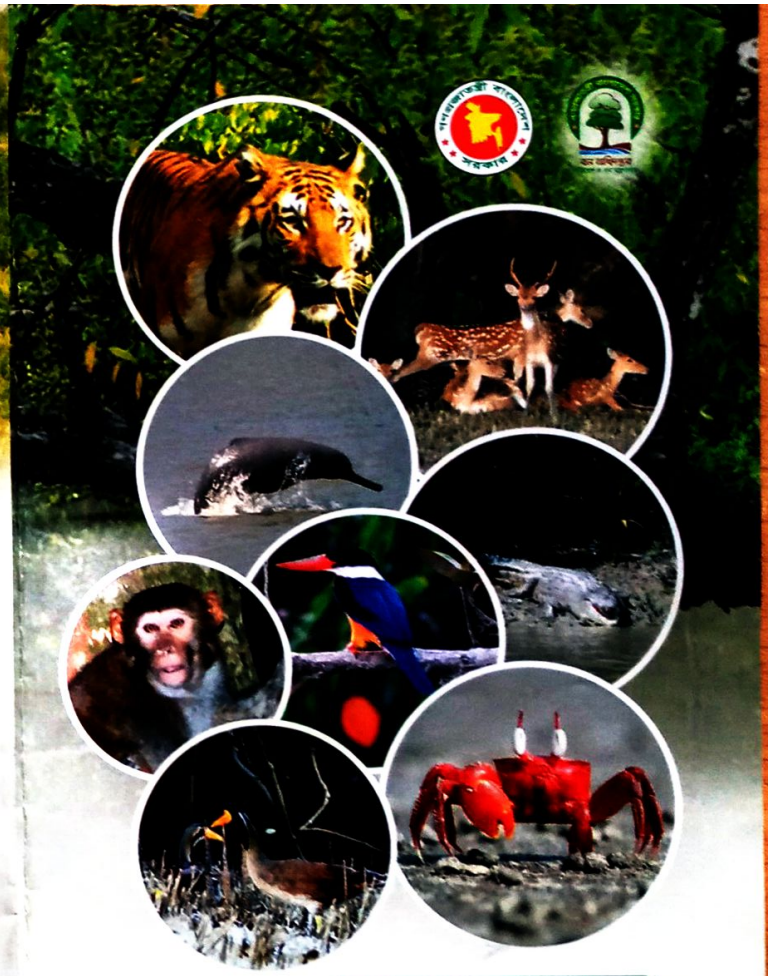

সুন্দরবন

সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিচিতি

অবস্থান : সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন যা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত। রায়মঙ্গল ও হাড়িয়াভাঙ্গা নদী সুন্দরবনকে বাংলাদেশ ও ভারতের অংশে বিভক্ত করেছে।

আয়তন : সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশে এবং বাকীটা ভারতে। সুন্দরবন আমাদের দেশের আয়তনের প্রায় ৪.০৮% এবং দেশের মোট সংরক্ষিত বনভূমির ৪৪%। এ বনের ৬৯% স্থল ভাগ ও ৩১% জল ভাগ।

বৈশিষ্ট্য : ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য হলো উজানের মিষ্টি পানি প্রবাহ, ৬ ঘন্টা পরপর সামুদ্রিক লবণাক্ত পানির জোয়ার-ভাটা, কাদা চর, শ্বাসমূল এবং গাছে থাকতে বীজের অঙ্কুরোদগম।

নামকরণ : সুন্দরবনের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে- (১) এ বনভূমির অপূর্ব সৌন্দর্যের কারণে একে সুন্দরবন বলে (২) সমুদ্রের তীরে বনের অবস্থান বলে সমুদ্রবন থেকে কালক্রমে এর নাম হয়েছে সুন্দরবন (৩) এ বনের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী বৃক্ষের নাম থেকে এ বনভূমির নামকরণ হয়েছে সুন্দরবন।

নদ-নদী ও খাল : সুন্দরবনে প্রায় ৪৫০টি নদ-নদী ও খাল রয়েছে। এখানকার প্রধান নদীগুলো হলো- পশুর, শিবসা, শেলা, ভদ্রা, যমুনা, রায়মঙ্গল, ভোলা, মরজাত, আড়পাঙ্গাসিয়া, মালঞ্চ ইত্যাদি। আর উল্লেখযোগ্য খালগুলো হলো- শাপলা, মরাভোলা, কটকা, বাদামতলা, মৃগামারি, করমজল, জোংড়া, হরিণটানা, মরাপশুর, নন্দবালা, ধানসাগর, নিশানখালী ইত্যাদি।

প্রশাসন : সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাংলাদেশ বন বিভাগের খুলনা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণাধীন। এর আওতাধীন দু'টি বন বিভাগ রয়েছে- সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ যার সদর দপ্তর খুলনায় এবং সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ যার সদর দপ্তর বাগেরহাটে অবস্থিত। সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের আওতায় ২টি রেঞ্জ (চাঁদপাই ও শরণখোলা), ৭টি স্টেশন এবং ৩৬টি টহল ফাঁড়ি রয়েছে। আর সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের আওতায় ২টি রেঞ্জ (খুলনা ও সাতক্ষীরা), ৯টি স্টেশন এবং ২৮টি টহল ফাঁড়ি রয়েছে। এছাড়া বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ, খুলনা সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে।

জীববৈচিত্র্য

উদ্ভিদ : সুন্দরবনে রয়েছে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল ও ১৩ প্রজাতির অর্কিড। বিশ্বের বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ বনে প্রাপ্ত ৫০ প্রজাতির প্রকৃত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ৩৫টি প্রজাতিই রয়েছে এ বনে। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ হলো- সুন্দরী, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গেওয়া, গরান, কাঁকড়া, খলিসা, গোলপাতা ইত্যাদি। জোয়ার-ভাটার পানিতে মূল নিমজ্জিত থাকে বিধায় এখানকার উদ্ভিদ শ্বাসমূলের সাহায্যে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

প্রাণী : সুন্দরবন প্রায় ৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। এদের মধ্যে রয়েছে ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ ও ৮ প্রজাতির উভচর। এ বনের বড় বন্যপ্রাণী হলো- রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বন্য শুকর, বানর, গুইসাপ, বন মোরগ, বন বিড়াল, উদ বিড়াল, সজারু, কুমির, ডলফিন ও অজগরসহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ। সুন্দরবনে বসবাসকারী ৩০০ প্রজাতির পাখির অধিকাংশই স্থানীয় বা আবাসিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মাছরাঙ্গা, মদনটাক, চিল, ঈগল, শকুন, বক, বাজ, ঘুঘু, কাঠঠোকরা, পানকৌড়ি, ফিঙ্গে, ভীমরাজ, পেঁচা, শামুকখোল, মাস্কড ফিনফুট ইত্যাদি। মাস্কড ফিনফুট বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন। সারা বিশ্বে মাত্র ৩০০-৩৫০টি মাস্কড ফিনফুট আছে যার ২০০-২৫০টির বাস সুন্দরবনে।

সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

প্রাণী	সংখ্যা	জরিপের সন
বাঘ	১৪	২০১৮
কুমির	১৫০-২১০	২০১৭
ইরাবতী ডলফিন	৪৫০	২০০৬
শুশুক	২২৫	২০০৬

চিত্রা হরিণ	১,৩৬,৬০৪	২০২৩
বানর	১,৫২,৪৪৪	২০২৩
বন্য শুকর	৪৭,৫১৫	২০২৩
গুইসাপ	২৫,১২৪	২০২৩
সজারু	১২,২৪১	২০২৩

মাছ : সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ২১০ প্রজাতির সাদা মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ১৩ প্রজাতির কাঁকড়া ও ৪২ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক। উল্লেখযোগ্য মৎস্য প্রজাতিগুলো হলো- ভেটকী, রূপচাঁদা, দাঁতিনা, চিত্রা, কাইন মাগুর, পাঙ্গাস, লইট্টা, ছুরি, পারসে, ইলিশ, জাভা, ভাঙ্গন, ফাইশ্যা, টেংরা, পোয়া, তপসে, বাগদা, গলদা, কাঁকড়া, মাডস্কিপার ইত্যাদি। শীত মৌসুমে দুবলার চরের শুটকী পল্লীতে প্রায় ২০ হাজার জেলে শুটকী মাছ তৈরী করে। মৌসুম শেষে তারা পুনরায় নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়।

সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা ও রামসার সাইট

- সুন্দরবনের জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় ১৯৯২ সালে সুন্দরবন ৫৬০তম রামসার সাইট (Ramsar Site) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
- ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনের ১,৩৯,৭০০ হেক্টর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এলাকাকে ৭৯৮তম প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage Site) হিসেবে ঘোষণা করেছে যা সমগ্র সুন্দরবনের ২৩.২১%।

সুন্দরবনের অবদান :

- সুন্দরবন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে উপকূলীয় জনগণের জানমাল রক্ষা করে।
- সুন্দরবন সংলগ্ন প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ বনের উপর নির্ভরশীল।
- সুন্দরবন হতে মাছ, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহ স্থানীয় জনগণের জীবিকা অর্জনের অন্যতম উৎস।
- সুন্দরবন অন্যান্য বনের চেয়ে বেশী কার্বন ধরে রেখে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমিত করে ও পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- সুন্দরবন গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতান্ত্রিক সেবা প্রদান করে।
- সুন্দরবন অনেক বিরল ও বিপন্ন প্রাণীর আবাসস্থল এবং অনেক মাছের নার্সারী গ্রাউন্ড।
- বাংলাদেশে বাঘের একমাত্র আবাসস্থল হলো সুন্দরবন।
- সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় এবং ভ্রমণ পিপাসুদের প্রশান্তি ও আনন্দের উৎস।